

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা : ২৮, সাপ্তাহিক ১১ অক্টোবর ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 11 Oct 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 28, Rs. 2

চটি-ফোস্কা থেকে ক্যাসেটের গান; কেমন ছিল সেই পূজো?



নিজস্ব প্রতিবেদন : পূজো মানেই কি শুধু মণ্ডপ, প্রতিমা আর আজকের মোবাইল ক্যামেরা? একসময় নতুন চটি পরে পূজো দেখতে বেরিয়ে পায়ে ফোস্কা পড়াটাও ছিল আনন্দেরই অংশ!

পূজোর আগে প্রিয় শিল্পীর নতুন গান বেরোবে; রেকর্ড প্লেয়ার কিংবা ক্যাসেটের অপেক্ষায় থাকত গোটা পাড়া। মণ্ডপে মণ্ডপে বাজত সেই সময়ের জনপ্রিয় গান, আর তৈরি হতো আজীবনের স্মৃতি।

তাহলে কেমন ছিল সেই সেকালের পূজো, আর ডিজিটাল যুগের পূজোতেই বা কী বদলেছে? জানতে পুরো ভিডিওটি দেখুন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউব চ্যানেলে।

সময় বদলায়, বদলায় প্রযুক্তি, আর তার সঙ্গে বদলে যায় নতুন প্রজন্মের অভ্যাসও। বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজোও সেই পরিবর্তনের সাক্ষী। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা শারদোৎসব আজও তার ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এগিয়ে চলেছে। তবে

সময়ের সঙ্গে পূজোর উদযাপনে যুক্ত হয়েছে মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির নতুন ছোঁয়া।

আজ পূজোর মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে মুহূর্তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু পুরনো পূজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কিছু স্মৃতি আজও নস্টালজিয়ায় ভরিয়ে দেয় বহু মানুষকে।

একসময় পূজো দেখতে বেরোনোর আগে নতুন চটি বা জুতো পরার আনন্দ ছিল আলাদা। সারাদিন মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরতে গিয়ে সেই নতুন জুতোর কারণে পায়ে ফোস্কা পড়লেও উৎসাহে কোনও ঘাটতি থাকত না।

শুধু পোশাক বা জুতোর স্মৃতিই নয়, পূজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল গানও। পূজোর মরশুমে কিংবদন্তি শিল্পীদের নতুন নতুন গানের রেকর্ড কিংবা ক্যাসেট প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতেন মানুষ। তারপর সেই গান বাজত মণ্ডপে মণ্ডপে। আমার পূজোর ফুল ভালোবাসা হয়ে গেছে, আহা কী দারুণ

দেখতে; এরকম বহু জনপ্রিয় গান আজও ফিরিয়ে আনে সেই সোনালি সময়ের স্মৃতি।

সেকালের সেই পূজো, গান, আনন্দ এবং পারিবারিক স্মৃতির ঝাঁপি খুলে খবরের ঘন্টার মুখোমুখি হয়েছেন শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের ঐতিহ্যমণ্ডিত চ্যাটার্জী পরিবারের সদস্য সৌমিত্র চ্যাটার্জী।

প্রয়াত চিকিৎসক ক্ষীরোদনাথ চ্যাটার্জী, যিনি 'কালু ডাক্তার' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর ভাইপো সৌমিত্র চ্যাটার্জী এবং তাঁর পুত্র চিকিৎসক ডাঃ সৌমজিৎ চ্যাটার্জী তুলে ধরেছেন পূজোর নানা পুরনো স্মৃতি ও সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া শারদোৎসবের ছবি।

সেই স্মৃতির পাতায় ফিরে যেতে খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউব চ্যানেলে পুরো ভিডিওটি দেখুন; খবরের ঘন্টার সঙ্গে।

থিমের ভিড়ে পূজোয় থাকুক নিষ্ঠা



নিজস্ব প্রতিবেদন : দুর্গাপূজোর প্রস্তুতিতে এখন ব্যস্ত বাংলা, শহরজুড়ে উৎসবের আবহ। থিমের চাকচিক্য বাড়লেও পূজোর আসল মন্ত্র যেন হারিয়ে না যায়; বার্তা শিলিগুড়ি লাগোয়া সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশনের। বীরত্বের আরাধনা হোক, তবে তার সঙ্গে থাকুক ভক্তি, নিষ্ঠা ও সংযম। অসহায় মানুষের সেবার মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে পূজোর গভীর তাৎপর্য। শিশু-কিশোরদের মোবাইল ব্যবহারে লাগাম দেওয়ারও পরামর্শ দিলেন স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ। সামনে বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজো। পূজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শহর ও শহরতলিতে গুরু হয়েছে জোরকদমে প্রস্তুতি। মণ্ডপসজ্জা থেকে প্রতিমা, আলোকসজ্জা থেকে থিম; সব ক্ষেত্রেই বাড়ছে নতুনত্ব। তবে উৎসবের এই জাঁকজমকের মাঝেও পূজোর আধ্যাত্মিকতা ও নিষ্ঠাকে অটুট রাখার আহ্বান জানালেন শিলিগুড়ির সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ। থিম পূজোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বীরত্বের পূজো বা নতুন ভাবনার উপস্থাপনা থাকতেই পারে। তবে তার সঙ্গে পূজোর ভক্তি, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা বজায় রাখার দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সেবা করার মধ্যেও দুর্গাপূজোর একটি গভীর মানবিক অর্থ রয়েছে বলে তিনি জানান। স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ বলেন, সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এবারও যথাযথ ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গাপূজোর আয়োজন করা হয়েছে। পূজো উপলক্ষে আশ্রম চত্বরে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন থাকছে।

অষ্টমীর দিন অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পূজো। পাশাপাশি পূজোর তিন দিন ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও থাকবে। অন্যদিকে, বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন আশ্রমের সম্পাদক। তাঁর কথায়, মোবাইল ফোনের যেমন নানা ইতিবাচক ব্যবহার রয়েছে, তেমনই অতিরিক্ত ব্যবহারের নেতিবাচক দিকও রয়েছে। তাই শিশু-কিশোররা যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মোবাইল ফোন সময় না কাটায়, সেদিকে অভিভাবকদের বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন বলে পরামর্শ দেন তিনি।

ভক্তি, সেবা ও সংযম; এই তিনের সমন্বয়েই পূজোর প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পাওয়ার বার্তা দিল সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশন।

খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনো পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ্র (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসিকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ্র

সম্পাদকীয়

শারদোৎসব আনন্দের সঙ্গে

জাগতিক মানবিকতার আলো

শরতের নীল আকাশ, সাদা কাশফুল আর ঢাকের বোল জানান দেয়; মা আসছেন। শারদোৎসব শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বাঙালির কাছে এটি আনন্দ, মিলন ও ভালোবাসার এক অনন্য আবেগ।

পূজোর নতুন পোশাক, মণ্ডপ, আলোর সাজ কিংবা উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি আমাদের মনে রাখা দরকার সেই মানুষগুলোর কথা, যাঁদের কাছে উৎসবের আনন্দ আজও অথরা। তাই এই শারদোৎসবে যদি আমাদের আনন্দের সামান্য অংশও অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে, তাহলেই উৎসব আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

মা দুর্গার আগমন হোক অশুভের বিনাশের পাশাপাশি মানুষের মনে শুভবোধ জাগানোর বার্তা নিয়ে। হিংসা, বিদ্বেষ ও বিভেদের বদলে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও শক্ত হোক।

শারদোৎসব হোক সবার; আনন্দে, সম্প্রীতিতে, মানবিকতায়।



দুর্গাপূজোরও আছে ‘কেমিস্ট্রি’!



নিজস্ব প্রতিবেদন : শিউলির গন্ধে কেন জেগে ওঠে পূজোর স্মৃতি? কাশফুলের সাদা ঢেউ কি প্রকৃতির আগমনী বার্তা?

হিমালয়, প্রকৃতি আর দেবী দুর্গার আগমনের মধ্যে কোথায় মিল? অন্যের পাশে দাঁড়ানো, প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা; এসবও কি লুকিয়ে আছে সুখের রসায়ন? শারদীয়া দুর্গাপূজো তাই শুধু উৎসব নয়; এ যেন প্রকৃতি, মন ও বিজ্ঞানের এক অপূর্ব ‘কেমিস্ট্রি’। বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে শারদীয়ার অন্যরকম ব্যাখ্যা শরতের আকাশ, শিউলি ফুলের গন্ধ, কাশবনের দোলা আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হিমালয়; এই সমস্তকিছুর সঙ্গেই বাঙালির মনে জড়িয়ে আছে দেবী দুর্গার আগমনের আবেগ। কিন্তু এই অনুভূতির পেছনে কি বিজ্ঞানেরও কোনও ব্যাখ্যা রয়েছে? শারদীয়ার আবহে সেই প্রশ্নেরই এক অন্যরকম উত্তর তুলে ধরলেন রসায়নে পিএইচডি করা বিশিষ্ট গবেষক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ডঃ অসমঞ্জ সরকার। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া এলাকায় তাঁর বাড়িতে বসেই তিনি বিজ্ঞান, প্রকৃতি, মন এবং দেবী দুর্গার আগমনকে মিলিয়ে দেখলেন এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে। ডঃ সরকারের বক্তব্যে উঠে আসে শিউলি ও কাশফুলের সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের সম্পর্কের কথা। শরতের প্রকৃতিতে তাপমাত্রা, আলো, আর্দ্রতা ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে উদ্ভিদের নিজস্ব জৈবিক ছন্দ বদলে যায়। শিউলির সুগন্ধ যেমন মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে, তেমনি সেই গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি আমাদের মনে পূজোর আবহ তৈরি করে।

অন্যদিকে, আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে দেবী পার্বতী হিমালয়ের কন্যা। সেই সূত্রে হিমালয় হয়ে ওঠে দেবীর সঙ্গে মানুষের এক গভীর সাংস্কৃতিক যোগের প্রতীক। আর বিজ্ঞানের চোখে হিমালয় হল জল, বরফ, হিমবাহ, নদী ও জীববৈচিত্র্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। ফলে হিমালয় থেকে নদী, নদী থেকে প্রকৃতি, প্রকৃতি

থেকে মানুষের জীবন; সবকিছুই যেন এক অদৃশ্য রাসায়নিক ও পরিবেশগত বন্ধনে বাঁধা।

ডঃ সরকারের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে বলা যায়, প্রকৃতির উপর আঘাত আসলে মানুষের নিজের জীবনেই ফিরে আসে। পাহাড় কাটা, বন ধ্বংস, নদী দূষণ কিংবা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা শুধু প্রকৃতির ক্ষতি নয়; মানুষের ভবিষ্যতেরও ক্ষতি। পূজোর আনন্দেও লুকিয়ে ‘হ্যাপি হরমোন’-এর রসায়ন

ডঃ অসমঞ্জ সরকার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন; পূজোর আনন্দের সঙ্গে মানুষের মানসিক সুস্থতার সম্পর্ক। তাঁর মতে, দুর্গাপূজোর আনন্দ মানেই শুধু দামী পোশাক, রেশমের খণ্ড বা অতিরিক্ত খরচ নয়। বরং পূজোর আনন্দ কিছুটা কাটছাঁট করে গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, অন্যের দুঃখ ভাগ করে নেওয়া, মানুষের সঙ্গে দেখা করা, হেঁটে হেঁটে পূজো দেখা এবং গুরুজনদের প্রণাম করার মধ্যেও রয়েছে প্রকৃত আনন্দ।

মানুষ যখন সামাজিকভাবে সংযুক্ত হয়, অন্যকে সাহায্য করে, প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটায় কিংবা ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তখন শরীর-মনে ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি হয়। এর সঙ্গে বিভিন্ন নিউরোকেমিক্যাল ও হরমোনের কার্যকলাপ জড়িত, যা আমাদের ভালো লাগা, সামাজিক বন্ধন ও মানসিক প্রশান্তিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

তাই ডঃ সরকারের বক্তব্যের সারকথা; পূজোর আনন্দ যতটা নিজের জন্য, ততটাই অন্যের জন্য।

শারদীয়া দুর্গাপূজোর এই রসায়ন তাই শুধুই ল্যাবরেটরির রসায়ন নয়। এটি প্রকৃতির রসায়ন, মানুষের মনের রসায়ন এবং সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রসায়ন। শিউলির গন্ধে শরৎ আসে, কাশফুলে প্রকৃতি সাজে, হিমালয় দাঁড়িয়ে থাকে নীরব সাক্ষী হয়ে; আর মানুষের হৃদয়ে মা দুর্গার আগমন ঘটে।

প্রকৃতিকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা এবং আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই যদি হয় পূজোর আসল রসায়ন; তাহলে এবারের শারদীয়ায় সেই রসায়নেই না হয় একটু নতুন করে মিশে যাই।

দেবীকে শুধু মণ্ডপে নয়, প্রকৃতির মধ্যেও খুঁজে নিই।

আর পূজোর আনন্দে নিজের সঙ্গে অন্যের মুখেও হাসি ফোটাও।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

কান্না থামলেই খুশি মা দুর্গা !



নিজস্ব প্রতিবেদন : অন্যের দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত আনন্দ। আর সেই আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই হতে পারে দেবী দুর্গার প্রকৃত আরাধনা।

যে মানুষটি কাঁদছেন, তাঁর চোখের জল মুছতে পারলেই মা দুর্গা খুশি; এটাই তাঁদের দর্শন। তাই পূজোর আনন্দ শুধু নিজের মধ্যে নয়, পৌঁছে দিতে চান অসহায় ও প্রবীণ মানুষদের কাছেও। শারদীয়ায় ‘আশ্রয়’-এর আবাসিকদের নিয়ে একাধিক সেবামূলক কর্মসূচির উদ্যোগ শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির। সেবাতেই দুর্গাপূজো, হাসিতেই মায়ের আরাধনা দুর্গাপূজো মানেই আনন্দ, উৎসব আর নতুন পোশাক। কিন্তু সেই আনন্দ যদি কারও মুখে হাসি ফোটাতে পারে, তাহলে তার অর্থ যেন আরও গভীর হয়ে ওঠে। অন্যের দুঃখে পাশে থাকার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত আনন্দ। আর সেই আনন্দ নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে দেবী দুর্গার প্রকৃত পূজো; এই দর্শনকে সামনে রেখেই কাজ করে চলেছে শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

সংস্থার কর্ণধার তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী নবকুমার বসাক জানিয়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস; যে মানুষটি কাঁদছেন, তাঁর কান্না থামাতে পারলেই দেবী দুর্গা প্রকৃত অর্থে খুশি হন। তাই এবারের শারদীয়া দুর্গাপূজোর দিনগুলিতে উৎসবের আনন্দকে আরও অর্থবহ করে তুলতে একাধিক সেবামূলক কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

এর মধ্যে অন্যতম হল আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রমের প্রবীণ আবাসিকদের নিয়ে পূজো পরিক্রমা। পূজোর আলো, মণ্ডপ, প্রতিমা ও উৎসবের আবহ থেকে যাতে তাঁরাও বঞ্চিত না হন, সেই লক্ষ্যেই তাঁদের নিয়ে বিশেষভাবে পূজো দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে অবস্থিত ‘আশ্রয়’ বৃদ্ধাশ্রমটি শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় চলে। সেখানে থাকা প্রবীণ মানুষদের সঙ্গে পূজোর আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি আরও বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণের কথা জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

ইতিমধ্যেই আশ্রমের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাশে দাঁড়াতে বহু মানুষ নবকুমার বসাক ও তাঁর সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। কেউ সময় দিতে চান, কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চান, আবার কেউ চান পূজোর কয়েকটি আনন্দের মুহূর্ত তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে।

পূজোর আসল আনন্দ

আসলে দুর্গাপূজোর আনন্দ শুধু নিজের জন্য নয়; অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর মধ্যেই তার পূর্ণতা।

মণ্ডপে মায়ের সামনে প্রদীপ জ্বালানোর পাশাপাশি যদি একজন অসহায় মানুষের অন্ধকার জীবনে একটু আলো পৌঁছে দেওয়া যায়, যদি কোনও বৃদ্ধের মুখে হাসি ফোটানো যায়, যদি কারও একাকিত্ব কিছুটা দূর করা যায়; তাহলেই হয়তো শারদীয়ার আনন্দ আরও পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মায়ের পূজো হোক মণ্ডপে, আর মায়ের আরাধনা হোক মানুষের সেবায়।

শিলিগুড়িতে শিক্ষা-স্বাস্থ্য নতুন উদ্যোগ



নিজস্ব প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রীর মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপিটাল, জন্মদিনে বিশেষ সূচনা, একই দিনে খুলল বোলপুর থেকে ডিজিটাল হাসপিটাল নতুন সিটি অফিস ও ডিজিটাল পরিষেবারও শুভ সূচনা হয়। প্রযুক্তিনির্ভর এই ব্যবস্থার মাধ্যমে

ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের আরও কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সঙ্গে যৌথভাবে এই কাজ শুরু হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। খড়িবাড়ির দুধাজোতে তরাই বি এড কলেজ, তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট, তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং তরাই স্পোর্টস একাডেমির

মতো বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। তরাই টি ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেডও রয়েছে তাদের

তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পুষ্পজিৎ সরকার ও প্রসেনজিৎ সরকার জানান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত আরও বিভিন্ন কর্মসূচি আগামী দিনে গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।

উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য; দুই ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের কাছে আরও সহজে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য। বৃহস্পতিবারের এই দুই

উদ্যোগ সেই পথচারাই নতুন অধ্যায়।

এর পাশাপাশি এদিন শান্তিনিকেতন

পরিবেশ বাঁচলেই সার্থক হবে পূজো



নিজস্ব প্রতিবেদন : গণেশ পূজোর পরেই বিশ্বকর্মা পূজো, তারপর শারদোৎসবের অপেক্ষা উৎসবের আনন্দের মাঝেই বাড়ছে পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা। প্লাস্টিক ক্যারিবাগ ও বিসর্জনের দূষণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। প্রকৃতি রক্ষায় পূজোর আগেই সচেতনতার বার্তা দিলেন পরিবেশবিদ।

তাঁর কথায়, প্রকৃতি সুস্থ থাকলেই সার্থক হবে দেবী আরাধনা।

গণেশ পূজোর পর বিশ্বকর্মা পূজো। তারপর বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবের পালা। উৎসবের এই আবহে আনন্দের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্লাস্টিক ক্যারিবাগের যথেষ্ট ব্যবহার, প্রতিমা বিসর্জন এবং পূজোর সামগ্রী নদীতে ফেলার ফলে জল ও পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা থেকেই যায়।

পূজোর মরশুমে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা নিয়ে সকলের সামনে হাজির হয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পরিবেশবিদ জ্যোৎস্না আগরওয়াল। তিনি বলেন, প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর মানুষের লাগাতার অত্যাচারের ফলে আজ পাহাড়, পর্বত ও সমতল; সবই বিপর্যস্ত। পাহাড়ে ধস নামছে, দেখা দিচ্ছে হড়পা বান। একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উষ্ণতা।

এই পরিস্থিতিতে প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে বলে মনে করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, পরিবেশ ও প্রকৃতি সুস্থ, স্বাভাবিক ও দূষণমুক্ত থাকলেই দেবী দুর্গার আরাধনা প্রকৃত অর্থে সার্থক হবে। তাই উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বও পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

অনুপ্রেরনা ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

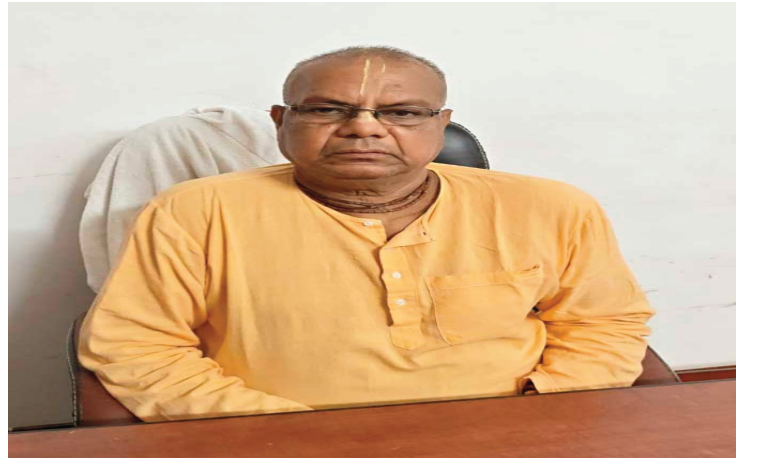
কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আসক্তি ছাড়লেই মিলবে অন্তরের শান্তি



নিজস্ব প্রতিবেদন : সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ মানুষের মনে কাজ করে থাকা তিন ভিন্ন প্রবৃত্তি। এই তিন ভাবকে অতিক্রম করে শুদ্ধসত্ত্বের পথে এগিয়ে যেতে প্রয়োজন ঈশ্বরের কৃপা ও আত্মশুদ্ধির সাধনা। দুর্গাপূজোর অঞ্জলিতে তাই শুধু আচার নয়, ভক্তি ও নির্মল প্রার্থনার অনুভূতিও থাকা জরুরি। আসক্তিয়ুক্ত কর্মই মানুষের মনে অনেক সময় অশান্তি ও অবসাদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। শারদোৎসবের আবহে আসক্তিহীন কর্মের অনুশীলন ও ভক্তির পথেই অশ্রু স্রবের শান্তি খোঁজার বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি ইসকনের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মপ্রিয় দাস। সামনে শারদোৎসব। দুর্গাপূজোর আবহে মানুষের মনেও শুরু হয় আত্মশুদ্ধি, ভক্তি ও নতুন করে নিজেকে গড়ে তোলার ভাবনা। এই প্রেক্ষাপটে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ মানুষের মধ্যে থাকা এই তিন ভাবকে অতিক্রম করে শুদ্ধসত্ত্বের স্তরে পৌঁছানোর জন্য মা দুর্গার কৃপা প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মপ্রিয় দাস।

তিনি বলেন, পূজোর অঞ্জলি দেওয়ার সময় প্রার্থনায় যেন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা না থাকে, বরং গভীর ভক্তি ও আন্তরিকতার অনুভূতি থাকে; সেদিকেও আমাদের সচেতনভাবে প্রয়াসী হতে হবে। স্বামী অখিলাত্মপ্রিয় দাসের বক্তব্যে উঠে এসেছে আসক্তিয়ুক্ত কর্মের প্রসঙ্গও। তাঁর মতে, জীবনে কোনও কাজের সঙ্গে অতিরিক্ত আসক্তি তৈরি হলে তা মানুষের মনে নানা ধরনের সমস্যা ও অশান্তির জন্ম দিতে পারে। এমনকি এই আসক্তি থেকে ডিপ্রেশন বা অবসাদের অনুভূতিও তৈরি হতে পারে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি আসক্তিহীন কর্মের অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কাজ করতে হবে, দায়িত্ব পালন করতে হবে, কিন্তু ফলাফল বা প্রত্যাশার প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত না হয়ে কর্মের পথে এগিয়ে যাওয়ার চর্চা করা প্রয়োজন; এমনই বার্তা দিয়েছেন তিনি। শারদোৎসব উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন ইসকন সভাপতি। তাঁর কথায়, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবগুলির অন্যতম শারদীয়া দুর্গাপূজা। এই উৎসবের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, জাতি-ধর্মের বিভিন্ন পরিচয় পেরিয়ে সমাজের নানা স্তরের মানুষ একসঙ্গে আনন্দ ও উৎসবের অংশীদার হন। ভক্তি, সম্প্রীতি, আত্মশুদ্ধি এবং মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য; এই মূল্যবোধগুলিকে সামনে রেখেই এবারের শারদোৎসব উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন স্বামী অখিলাত্মপ্রিয় দাস।